খসড়া

জাতীয় বননীতি ২০১৬

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় বননীতি ২০১৬

ভূমিকা

ভারত উপমহাদেশে প্রাচীনকাল থেকে বন ব্যবস্থাপনার সূত্রপাত হলেও বৃটিশ শাসকেরা সরকারি প্রশাসনের মাধ্যমে বনজ সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা শুরু করে। এরপর ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বন বিভাগ সৃষ্টির পর এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বন বিভাগের উপর ন্যস্ত হয়। ১৮৬৫ সালে প্রথম বন আইন প্রণীত হয় এবং প্রথম বননীতি কার্যকর হয় ১৮৯৪ সালে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বনভূমি সংরক্ষিত করার কার্যক্রমকে সমর্থন প্রদান এবং বনজ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।

পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালের বননীতি ১৮৯৪ সালের প্রথম বননীতির স্থলাভিষিক্ত হয়। যার মাধ্যমে বন খাতে আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি, বনায়ন ও পুনঃবনায়্যান কার্যক্রম সম্প্রসারণের উপর আলোকপাত করে এবং বনের অদৃশ্য (intangible) উপকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। যাহোক, এ বননীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল বনজ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে রাজস্ব আয় সুরক্ষিত করা। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে গৃহীত ১৯৬২ সালের বননীতির উদ্দেশ্যও ছিল ১৯৫৫ সালের বননীতির উদ্দেশ্যের অনুরূপ। পক্ষান্তরে ১৯৭৯ সালের বননীতিতে বনায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, আধুনিক কাঠভিত্তিক শিল্প-কারখানা স্থাপন, বাস্তবতার নিরিখে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উন্নয়ন এবং বন সংরক্ষণের জন্য প্রযোজ্য আইন-কানুন হালনাগাদকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে করা হয় ।

সর্বশেষ সংশোধিত জাতীয় বননীতি ১৯৯৪, দ্বারা কেবলমাত্র বন সম্পর্কিত কাজে বনভূমির ব্যবহার সুনিশ্চিত করে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে বনাচ্ছাদনের পরিমাণ দেশের ভূ-খণ্ডের ২০%-এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় । এছাড়া বনায়নে জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনগণ, প্রশাসন ও বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় বনভূমির পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানাধীন বসতবাড়ির ভূমি, সরকারি প্রতিষ্ঠান, রাস্তা ও রেল লাইনের কিনার, বাঁধের ঢাল, তিন পার্বত্য জেলার অশ্রেণিভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলে বন বিভাগের নেতৃত্বে বনাচ্ছাদনের আওতায় আনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয় । উল্লেখ্য ১৯৯৪ সালের সংশোধিত জাতীয় বননীতি প্রথমবারের মতো বনায়ন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করা হয় । সেইসাথে সার্থকভাবে বন বিভাগের নির্বাহী কর্মকর্তাদের মনোভাব পরিবর্তনপূর্বক তাদেরকে গণমুখী করে বন বিভাগের আওতায় সামাজিক বনায়ন কর্মকাণ্ডের দ্বার উন্মুক্ত করলেও উপরোক্ত নীতিসমূহ বহুলাংশেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

বন ব্যাবস্থাপনার মূল লক্ষ্য– বনজসম্পদ উৎপাদন থেকে বন সংরক্ষণ ও বন প্রতিস্থাপনের প্রতি পরিবর্তিত হওয়া। সেইসাথে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ঘনঘন সাইক্লোন, তাপমাত্রার ঊর্দ্ধগতি, অসঙ্গত বৃষ্টিপাত, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন বিষয়, বন-বাস্তুতন্ত্র ও বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করে। বর্ণিত বিষয়সমূহ বন-বাস্তুতন্ত্রের সেবাকে নিম্নমুখী

করছে। এর প্রেক্ষিতে সৃষ্ট প্রধান দুশ্চিন্তার বিষয় হচ্ছে বনের চাক্ষুষ অবক্ষয়, বন সম্পদ উৎপাদনের নিম্নগতি, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল এবং জীববৈচিত্র্যের ক্রম সঙ্কোচন, উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের সংখ্যা কমে যাওয়া ইত্যাদি। তদুপরি বনজদ্রব্যের ক্রমবর্ধিষ্ণু চাহিদা এবং বর্ধিষ্ণু শিল্পায়ন, 'প্যারিস জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তি'সহ অনেক বহুপাক্ষিক পরিবেশ চুক্তি ও 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে প্রবৃত্ত হওয়া'-র বিষয়ে অনুসমর্থনকারী এবং বাংলাদেশ সরকারের এ সকল চুক্তি বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের লক্ষ্যে বর্তমান প্রয়োজনীয়তার নিরিখে, বনজ সম্পদ আহরণের উপর নিরবচ্ছিন্ন নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে বিদ্যমান বননীতির পর্যালোচনা এবং সংশোধন করা অপরিহার্য, যাতে বন ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হয় বনজ সম্পদ বৃদ্ধিকরণ, বন সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ, বন-বাস্তুতন্ত্রের সেবার মান উন্নীতকরণ, বনায়ন কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ এবং বননির্ভর জনগোষ্ঠীকে অধিকতর জলবায়ু স্থিতিস্থাপক করণ।

জাতীয় বননীতির লক্ষ্য

জাতীয় বননীতির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দেশের সকল বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ন্যায়সঙ্গত সুবিধার জন্য টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। সেইসাথে জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা, অবক্ষয়িত বনাঞ্চলে বনসমৃদ্ধকরণ, বহু ধরনের পণ্য ও বাস্তুতান্ত্রিক সেবা উৎপাদনের নিমিত্ত বন/বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির আয়তন সম্প্রসারণ নীতির উপর বিদ্যমান সকল বন, বন্যপ্রাণি, অন্যান্য বনজসম্পদ ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করা।

জাতীয় বননীতির উদ্দেশ্য

১. বনজ সম্পদের বিনাশ ও বনের অবক্ষয় রোধকল্পে যথাযথ কর্মসূচি এবং প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০% ঘনত্ব সম্পন্ন দেশের বৃক্ষাচ্ছাদিত (tree cover) এলাকার পরিমাণ ২০৩৫ সালের মধ্যে ন্যূনপক্ষে ২০% বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকাসমৃদ্ধ এবং সম্প্রসারণ করা।

২. সরকারি বনভূমির কঠোর সংরক্ষণ, বনের বৃদ্ধি, বন বাস্তুতান্ত্রিক সেবার বৃদ্ধি এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। বনজদ্রব্য, বাজার প্রভাবের আওতাধীন রেখে বন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের স্বার্থে বন প্রত্যয়নপত্র প্রদান (Forest Certification) ব্যবস্থা চালু করা।

৩. সরকারি বনের বাইরে শহর এলাকাসহ সরকারি এবং বেসরকারি মালিকানাধীন ভূমিতে যথাযথ প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি করা।

৪. বনের উপর বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার জন্য সকল প্রকার অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন কার্যক্রম এবং বনের বাইরে (off-forest) কর্মসংস্থান সৃষ্টি উৎসাহিত করা।

৫. রক্ষিত এলাকা ও অন্যান্য আবাসস্থলে বন্যপ্রাণি ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন করা।

৬. বন বাস্তুতন্ত্রের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭. নদী, হ্রদ ও অন্যান্য জলাভূমির জল-বিভাজিকা (catchment) চিহ্নিত করা এবং কঠোর প্রাকৃতিক রক্ষিত এলাকা (strict protected area) হিসেবে ঘোষণা করা।

৮. ভূগর্ভস্থ পানির প্রবাহ বৃদ্ধি ও বছর জুড়ে নদীপ্রবাহ নিশ্চিত করতে বিজ্ঞাপিত বনভূমির ৩০% এলাকা 'রক্ষিত এলাকা'য় সম্প্রসারণ করা।

৯. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, জনসংখ্যার চাপ, শহরায়নসহ বিদ্যমান এবং উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলার জন্য বন বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের মাধ্যমে গবেষণা, শিক্ষা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম জোরদার করা।

১০. বাস্তুতান্ত্রিক সেবার মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য পরিশোধ, বন বাস্তুতান্ত্রিক পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত করা।

১১. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯ (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009)-এ চিহ্নিত সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

১২. বিবৃত নীতিমালা এবং এর অধীনে প্রণীত কার্যক্রম যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী মনিটরিং ও মূল্যায়ন এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা সেল প্রতিষ্ঠা করা।

১৩. কাঠ ও কাঠের বিকল্প সক্ষম কারখানা স্থাপন সহজীকরণ এবং সেইসাথে কাঠের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করাসহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এবং উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

১৪. বিভিন্ন বহুপাক্ষিক পরিবেশ চুক্তি সম্পর্কিত বাংলাদেশের অঙ্গীকারসমূহ যেমন CITES, CBD, UNCED, Ramsar ইত্যাদি যাতে পরিপালিত হয় তা নিশ্চিত করা।

১৫. বনায়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিশেষ করে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে নারীর সম্পৃক্ততা উৎসাহিত করা হবে।

১৬. নীতির রূপরেখাকে কার্যে পরিণত করার লক্ষ্যে সমানুপাতিক আর্থিক সংশ্লেষ এবং যথার্থ জবাবদিহিতাসহ যথপোযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

জাতীয় বননীতির ঘোষণাসমূহ

১. **সাধারণ ঘোষণা**

১.১ সরকারি ভূমিতে সকল বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং দেশের অন্যান্য সকল প্রাপ্তব্য ভূমিতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সহায়তা, উপদেশ এবং নির্দেশনা প্রদান করা বন বিভাগের দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হবে।

১.২ বনভূমির তীব্র স্বল্পতা বিবেচনায় এখন থেকে মন্ত্রিপরিষদের পূর্ব অনুমোদনসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন ব্যতিরেকে বন বহির্ভূত ব্যবহারের জন্য কোনো বনভূমি অবমুক্ত করা যাবে না। রাষ্ট্রীয় অতি জরুরি প্রয়োজনে, সমপরিমাণ ভূমি পরিপূরক বনায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দসহ বন বিভাগের অনুকূলে ন্যস্ত করা হবে। এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করা হবে।

১.৩ বন বিভাগ এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বন সম্পর্কিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করবে।

১.৪ নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা, উদ্ভূত সমস্যাদি মোকাবিলার জন্য অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন বাজেট এবং বৈদেশিক উৎস থেকে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চত করা হবে।

১.৫ বন এবং বনের আশেপাশে বসবাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বনসংক্রান্ত সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাসহ তাদের প্রথাগত অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকর্তৃক বন, বন্যপ্রাণী এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ-সংক্রান্ত সকল উদ্যোগসমূহ উৎসাহিত করা হবে।

১.৬ বন সেক্টরের বাস্তুতান্ত্রিক সেবার বিশ্বাসযোগ্য মূল্য নিরূপণ করা হবে।

১.৭ বন বিভাগের অধীনে উপযুক্ত জনবল সম্বলিত ও সুসজ্জিত (equipped) তথ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে, তথ্য তৈরি এবং বিভিন্ন জাতীয় বনায়ন কার্যক্রম যাচাই করা হবে।

১.৮ বন বিভাগ অন্যান্য সকল সেক্টরের বন সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট সকল নীতি বাস্তবায়ন করবে।

১.৯ 'প্যারিস জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তি'সহ সকল বহুমুখী পরিবেশ চুক্তি ও সমঝোতার সংশ্লিষ্ট বিধান যা বাংলাদেশ অনুসমর্থন করেছে তার পরিপালন সুনিশ্চিত করা হবে।

১.১০ টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development) লক্ষ্য ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রদত্ত বন বিষয়ক সুপারিশসমূহ কার্যপরিকল্পনা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।

১.১১ বন গবেষণা, শিক্ষার দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে।

১.১২ বনায়ন কর্মকাণ্ডে নারীসহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা উৎসাহিত করা হবে।

১.১৩ দূষণ এবং উপচে পড়া তেল (oil spills) থেকে সুন্দরবনের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুন্দরবনের অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। মংলা বন্দর এবং সমুদ্রসংযোগকারী স্বীকৃত নৌপথ ব্যতীত সংরক্ষিত বনের অভ্যন্তরীণ জলপথে প্রবেশাধিকার প্রদান কেবলমাত্র বন বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকবে।

২. বন আচ্ছাদন সমৃদ্ধকরণ এবং সম্প্রসারণ

২.১ সকল বন সম্পদ বাস্তুতন্ত্র পর্যায়ে টেকসই বন ব্যবস্থাপনা নীতির আলোকে পরিচালিত হবে।

২.২ বনের অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল অবক্ষয়িত বন বাস্তুতন্ত্র, জলবিভাজিকা (catchment), অন্যান্য সংবেদনশীল, ভঙ্গুর এলাকাসমূহের পুনর্বাসন এবং সমৃদ্ধিকরণের জন্য কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

২.৩ বনায়নের জন্য প্রাপ্তব্য সকল বনভূমির পরিমাণ নির্ধারণ এবং এ সকল বনভূমিতে ব্যাপক আকারে বন সৃজন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

২.৪ আইনসৃষ্ট সংস্থা (corporate) ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক অনুদান উৎসাহিত করা হবে এবং তা পুনঃবনায়ন কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করা হবে।

২.৫ সকল বন বিভাগের জন্য বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি সকল বনচাষ (silviculture) বিধান কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

২.৬ বনজদ্রব্য বাজারের প্রভাবের আওতাধীন অবস্থায় বন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে বন প্রত্যয়নপত্র প্রদান (Forest Certificattion) ব্যবস্থা চালু করা হবে।

২.৭ নতুন জেগে ওঠা সকল চর বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হবে। ঐ সকল এলাকায় জলবায়ু স্থিতিস্থাপক প্রজাতির মাধ্যমে ব্যাপক উপকূলীয় বনায়ন করা হবে।

২.৮ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বন বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করা হবে এবং ক্ষমতায়নসহ বাফার জোন থেকে টেকসই পদ্ধতিতে বনজ সম্পদ আহরণের অনুমতি দেয়া হবে।

২.৯ সকল বিজ্ঞাপিত রক্ষিত এলাকা যে উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হয়েছে কেবলমাত্র সে উদ্দেশেই কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনা করা হবে। প্রতিটি রক্ষিত এলাকায় কোর জোন এবং বাফার জোন চিহ্নিত করা হবে।

২.১০ জলবিভাজিকা (catchment) ও সঙ্কটাপন্ন বন্যপ্রাণির আবাসস্থলসমূহ সংরক্ষণের জন্য সীমানা চিহ্নিত করত: নতুন নতুন রক্ষিত এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং যাতে উক্ত এলাকাসমূহে দেশের উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের একটি আদর্শ প্রতিরূপ বিদ্যমান হয় তা নিশ্চিত করা হবে।

২.১১ বন আইন ১৯২৭-এর আওতায় সকল অর্পিত এবং অর্জিত বন এলাকাসমূহকে সংরক্ষিত বন ঘোষণার কার্যক্রম যথোপযুক্ত পদ্ধতিতে দ্রুত সম্পন্ন করা হবে।

২.১২ বন পরিচর্যা সশ্লিষ্ট কার্যক্রম যেমন, আগাছা বাছাই, ঘনত্ব দূরীকরণ, শূন্যস্থানপূরণ ইত্যাদি ব্যতিরেকে, বন আহরণের উপর স্থগিত সংক্রান্ত আদেশ পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৩. বন সংরক্ষণ

৩.১ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত জনবল, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তায় সকল বনাঞ্চলের সংরক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

৩.২ বন সংরক্ষণ কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা হবে এবং আইনে 'কমিউনিটি প্যাট্রোল গ্রুপ'-এর বিধান রাখা হবে।

৩.৩ পৃথক আদালত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বন আইনের অধীনে চুরি, অবৈধ দখল এবং পরিবহন বিধিমালা ভঙ্গজনিত অপরাধ এবং দেশের প্রচলিত আইনের অধীনে রুজুকৃত স্বত্ব মামলা সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩.৪ বন সংরক্ষণ জোরদার করার নিমিত্তে বন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যেমন- বনায়ন, মামলা পরিচালনা, ভ্রমণ, টহল ইত্যাদি সফলভাবে সম্পাদনের স্বার্থে ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে।

৩.৫ আইন সরঞ্জাম (regulatory tools) যেমন- আইন, বিধি, বিধান এবং প্রবিধান প্রয়োজনীয় পর্যালোচনাসহ সংশোধন করা হবে। সেইসাথে এ ধরনের আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে।

৩.৬ বিশ্ব ঐতিহ্য, রামসার সাইট এবং বাংলাদেশের গৌরবের প্রতীক হিসেবে সুন্দরবনের গুরুত্ব বিবেচনায় অনন্য এ বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে।

৩.৭ বনাঞ্চল সংরক্ষণে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

৩.৮ কাঠের জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি এবং কৌশলের উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৩.৯ বনাঞ্চলের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্তে উত্তম প্রশিক্ষিত, সুচারুরূপে সজ্জিত এবং সঙ্গতিসম্পন্ন বন সংরক্ষণ বাহিনী সৃষ্টি করা হবে।

৩.১০ বন সংরক্ষণের জন্য অন্যান্য সরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয়সহ সহযোগিতা চাওয়া যাবে।

৩.১১ আধুনিক সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে সকল বিজ্ঞাপিত বনভূমির পূর্ণাঙ্গ ম্যাপিং এবং সুনির্দিষ্ট সীমানা চিহ্নিতকরণ, স্বত্বতথ্য (record of rights) সংরক্ষণ ও বনভূমির মালিকানা হালনাগাদকরণ এবং সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হবে।

৪. বন বহির্ভূত এলাকায় বৃক্ষাচ্ছাদন

৪.১ পর্যাপ্ত সম্পদ ও জনবলসহ কার্যকর উপদেশ এবং সহায়তা কর্মসূচি পরিচালনার জন্য দেশের প্রতিটি উপজেলায় বন সম্প্রসারণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন কার্যক্রম জোরদার করা এবং সম্প্রসারণ করা হবে।

৪.২ উপযুক্ত অশ্রেণিভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলে ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

৪.৩ কৃষিবনের আওতা দেশব্যাপি সকল সরকারি ভূমিতে সম্প্রসারণ করা হবে।

৪.৪ উপযুক্ত এলাকায় বনভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচি এবং প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন উৎসাহিত করা হবে।

৪.৫ ব্যক্তি মালিকানাধীন চা বাগানের সকল পতিত জমি, ফলের বাগান এবং অন্যান্য অনাবাদী জমি বৃক্ষাচ্ছাদনের আওতায় আনার জন্য জোরদার পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৪.৬ বনায়নের উপযোগী সকল অব্যবহৃত জমি বৃক্ষাচ্ছাদনের আওতায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা হবে।

৪.৭ সামাজিক বনায়ন বিধিমালার আলোকে একটি স্বচ্ছ দায়িত্ব এবং সুবিধা বণ্টন প্রক্রিয়ার আওতায় সম্ভাব্য সকল বনায়ন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

৪.৮ বেসরকারি কৃষকের উৎপাদিত কাঠের প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য হাট-বাজারের নেটওয়ার্ক তৈরি করা হবে।

৫. জীববৈচিত্র্য এবং বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ

৫.১ বাংলাদেশ বন্যপ্রাণিবিষয়ক মহাপরিকল্পনা (Wildlife Master Plan) ২০১৫-২০৩০ ও বনবিষয়ক মূল পরিকল্পনা (Forestry Master Plan) ২০১৭-২০৩৫– এ বিবৃত ব্যবস্থাপত্র সমূহ যথাযথ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।

৫.২ বন বিভাগ বাংলাদেশের জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (National Biodiversity Strategy and Action Plan for Bangladesh)-এর সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করবে এবং প্রয়োজনের তাগিদে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদকরণ সুনিশ্চিত করবে।

৫.৩ বিভিন্ন পদের বন্যপ্রাণী বিষয়ক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্টদের বন্যপ্রাণী বিষয়ে মৌলিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা, এ বিষয়ক ফলিত গবেষণা পরিচালনা এবং বন্যপ্রাণী বিষয়ক সকল প্রকারের নথিপত্র ও তথ্যের ভাণ্ডার হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম একটি স্বয়ংসম্পূর্ন বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

৫.৪ বন্যপ্রাণির আবাসস্থল, বন্যপ্রাণি সংযোগকারী আবাসস্থল সংরক্ষণ এবং সমৃদ্ধ করা হবে।

৫.৫ সরকারি বনভূমির ৩০% এলাকায় 'রক্ষিত এলাকা' সম্প্রসারণ করা হবে।

৫.৬ উদ্ভিদকূল এবং প্রাণিকূলের প্রজাতি বৈচিত্র্য বজায় রাখা হবে।

৫.৭ দেশীয় বিলুপ্ত প্রজাতি নিজ নিজ আবাসস্থলে পুনঃপ্রবর্তন করার সুযোগ নিরীক্ষা করে পুনঃপ্রবর্তন-এর যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। বিলুপ্ত এবং বিপদাপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণি প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, যেমন *ex-situ* and *in-situ* কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৫.৮ বনায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির 'জিন ব্যাংক' স্থাপনসহ গুণসম্পন্ন রোপণ সামগ্রীর উৎস হিসেবে বৃক্ষবাগান এবং বীজবাগান সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।

৫.৯ বিপদাপন্ন ও ঝুঁকির মুখে থাকা উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের কঠোর ভাবে সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করাসহ নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য সৃষ্টির প্রয়োজনে বন্যপ্রাণী গবেষণা ও পরিবীক্ষণ জোরদার এবং সমর্থন করা হবে।

৫.১০ রক্ষিত এলাকায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উৎসাহিত করা হবে।

৫.১১ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মেধাস্বত্ব, সনাতন জ্ঞান এবং প্রযুক্তিসহ জেনেটিক সম্পদ থেকে প্রাপ্ত উপকার, উক্ত সম্পদ যে এলাকায় উৎপন্ন হয় সে এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মাঝে ন্যায়সঙ্গত পন্থায় বণ্টন নিশ্চিত-পূর্বক বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান যৌগের উৎস এরূপ জৈবিক-

সম্পদের অনুসন্ধান (bioprospecting), টেকটসই ব্যবহার জাতীয়, আন্তর্জাতিক আইন এবং প্রথা অনুযায়ী তত্ত্বাবধান ও উৎসাহিত করা হবে।

৫.১২ বিদেশী এবং আগ্রাসী প্রজাতি সীমিত, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশমনের কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

৫.১৩ বন্যপ্রাণির দ্বারা ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ এবং বন্যপ্রাণি উপদ্রুত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ বণ্টনে বন বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে।

৫.১৪ জীববৈচিত্র্যের মূল্য এবং ব্যবহার সম্পর্কিত গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।

৫.১৫ বন্যপ্রাণী বিষয়ক অপরাধ নিরসন ও ক্ষতিগ্রস্থ বন্যপ্রাণী সমূহের পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পূর্ণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বন্যপ্রাণী বিষয়ক অপরাধ দমন ও বন্যপ্রাণী উদ্ধার ইউনিট স্থাপন করা হবে।

৫.১৬ বন্যপ্রাণি এবং উদ্ভিদ পাচার যথাযথভাবে মোকাবিলা করার জন্য সরকারের বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমন্বয়ে একটি সমন্বিত অবস্থান (Platform) সৃষ্টি করা হবে।

৫.১৭ জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে পরিভ্রমণ করে এমন বন্যপ্রাণি সম্পদের সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তসীমান্ত (transboundary) বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ, যথাযথ চুক্তি ও সমঝোতার আওতায় সংগঠিত করতে সহায়তা এবং সমর্থন করা হবে।

৫.১৮ বাংলাদেশের প্রাণি, তাদের দেহাবশেষ এবং উদ্ভিদের আন্তর্জাতিক পাচার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে বৈশ্বিক সংস্থা যেমন CITES, TRAFFIC, INTERPOL-এর সাথে সহযোগিতা নিশ্চিত করা হবে।

৫.১৯ বন্যপ্রাণির ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপত্তা যথাযথভাবে নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ কর্মীকে প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম এবং সম্পদ প্রদান করা হবে।

৫.২০ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ফলিত গবেষণা জোরদার করা হবে।

৬. অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন

৬.১ আর্থ-সামাজিক, পরিবেশগত সুবিধা ও বনজসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য অধিকার এবং দায়িত্ব প্রদান তথা কর্তৃত্ব হস্তান্তরপূর্বক স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়ন করা হবে।

৬.২ অংশীদারিত্বমূলক বনায়নের সুবিধাদি যাতে কতিপয় প্রভাবশালী নয়, সকল জনগোষ্ঠী ভোগ করতে পারে, তা নিশ্চিত করা হবে।

৬.৩ সামাজিক/অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন কার্যক্রম যাতে সমগ্র দেশে সম্প্রসারিত হয় তা নিশ্চিত করা হবে।

৬.৪ দেশজুড়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে নার্সারি স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উৎসাহিত ও সহায়তা প্রদান করা হবে।

৬.৫ এলাকা ও অবস্থানের নিরিখে অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন কার্যক্রম মডেল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.৬ উপযুক্ত সকল এলাকায় কৃষি-বনায়নকে উৎসাহিত করা হবে।

৬.৭ সম্ভাব্য সকল বনায়ন কার্যক্রমে সরকারি-বেসরকারি (বেসরকারি সংস্থাসহ) অংশীদারিত্ব বিষয়ে উৎসাহিত করা হবে।

৬.৮ সড়ক ও রেল লাইনের কিনারে, বাঁধের ঢালে বনায়ন কর্মসূচি অধিকতর জোরদার করা হবে এবং বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি প্রাঙ্গণ, সেনানিবাস এবং অন্যান্য অনুরূপ বহিরাঙ্গণে প্রাপ্ত ও উপযুক্ত জায়গায় নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৬.৯ উপযুক্ত এলাকায় বনায়ন খাতে বিনিয়োগ কর্মসূচি এবং প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হবে।

৬.১০ নারী, তরুণ সমাজ, নৃ-গোষ্ঠী এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য নিবেদিত বেসরকারি সংস্থাসমূহকে উৎসাহিত করে বেসরকারি পর্যায়ে জলবায়ু স্থিতিস্থাপক বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী বন সৃজন অভিযান পরিচালনা করা হবে।

৬.১১ স্থানীয় জনগোষ্ঠীসহ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের কর্তৃত্ব, ভূমিকা, দায়িত্ব, সুবিধা হস্তান্তরের পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক তিনটি পার্বত্য জেলার অশ্রেণিভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলে স্থানীয় জনপ্রশাসন সংস্থা ও জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক বনায়ন ও পুনঃবনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৬.১২ বননির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকার জন্য বনজ সম্পদের উপর নির্ভরতা হ্রাস করার জন্য বনের বাইরে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড উন্নত এবং উৎসাহিত করা হবে।

৬.১৩ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকা নগর বনায়নের আওতায় আনাসহ সকল ধরনের বনায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে।

৬.১৪ সুশীল সমাজ সংগঠন এবং বেসরকারি সংস্থাকে বনজ সম্পদের বিশেষ করে জ্বালানি কাঠের চাহিদা সীমিত করে এরূপ কার্যক্রমে উৎসাহিত করা হবে।

৬.১৫ সকল কাঠভিত্তিক শিল্প-কারখানাকে 'সংযোগ কৃষক' পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য উৎসাহিত করা হবে।

৬.১৬ অংশীদারিত্ব বনায়নের জন্য আইনগত এবং প্রযুক্তিগত সহায়তাসহ সম্প্রসারণ কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৬.১৭ দেশের সকল অংশগ্রহণমূলক বনায়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত জবনল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও ক্ষমতায়নসহ বন বিভাগের অংশগ্রহণমূলক বনায়ন ইউনিটের মানোন্নয়ন করা হবে।

৬.১৮ অংশগ্রহণমূলক বনায়ন কার্যক্রমে বন বিভাগের সকল সহায়তা দেশের সকল জনগণের জন্য সহজলভ্য করা হবে।

৭. জাতীয় পার্ক এবং বিনোদন এলাকা

৭.১ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিগত সম্পদের সহায়তা লাভ সহজতর করার জন্য রক্ষিত এলাকার নামকরণ IUCN-এর শ্রেণিবিন্যাসকৃত নামকরণের অনুরূপ করা হবে।

৭.২ সকল বনাঞ্চলে সংরক্ষণের মূলধারা হিসেবে স্বল্প প্রভাবের বন-বান্ধব এবং টেকসই পরিবেশ পর্যটন প্রবর্তন করা হবে।

৭.৩ পরিবেশ-পর্যটন উন্নয়নের জন্য বন এলাকায় উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি সহজতর করা হবে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সুবিধা বণ্টন নিশ্চিত করা হবে।

৭.৪ বন বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ, এর মূল্য ও কার্যকারিতা সম্পর্কে ভ্রমণকারীদের প্রকৃতি বিষয়ক শিক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান, বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য, সাফারি পার্কসহ অন্যান্য বিজ্ঞাপিত রক্ষিত এলাকা ব্যবহার সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদানের উপযুক্ত মডেল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

৭.৫ দেশের সম্ভাব্য সকল অঞ্চলে জনসাধারণের জন্য বন বিনোদন এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৭.৬ দর্শনার্থীদের চাহিদা পূরণের জন্য স্থানীয়দেরকে ট্যুর অপারেটর, ট্যুর গাইড এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের আয়বৃদ্ধির সংস্থান করা হবে।

৭.৭ বিনোদন সুবিধাদি ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতার উন্নয়ন করা হবে।

৭.৮ পরিবেশ-পর্যটন ব্যবসায় নিয়োজিত বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

৭.৯ দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ-পর্যটন ব্যতীত প্রাকৃতিক সংরক্ষিত এলাকা, বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য ইত্যাদি সংবেদনশীল এলাকার যে কোনো প্রকার ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হবে।

৭.১০ সকল পার্ক ও অন্যান্য বিনোদন এলাকার কর্মসূচি পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সুবিধাদি বৃদ্ধির বিষয় সম্পৃক্ত করা হবে।

৮. বন বিষয়ক শিক্ষা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি

৮.১ যথাযথ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পরিচর্যার মাধমে একটি বন প্রশাসন সৃষ্টি করা হবে যাতে তারা আধুনিক বন ব্যবস্থাপনা/সংরক্ষণ কৌশল বিষয়ে পরিচিত এবং উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম হতে পারে।

৮.২ বন বিভাগে নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের জন্য প্রবেশকালীন প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হবে এবং প্রবেশ স্তরের কর্মকর্তাদের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রমের মানোন্নয়ন এবং আধুনিকায়ন করা হবে। বন কর্মীদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে যাতে তারা তথ্য ঘাটাঘাটি এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত বিষয় এবং এছাড়া বাস্তুতন্ত্র সেবার মূল্য নির্ধারণ, বাস্তুতন্ত্র সেবার মূল্য পরিশোধ, বন পরিসংখ্যান, বৃদ্ধি ও উৎপাদন পূর্বাভাস, দূর অনুধাবন, ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতিসহ বন অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্যভার গ্রহণ করতে পারে; পাশাপাশি বন বিভাগের অভ্যন্তরীণ দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত হয় এবং বৈদেশিক বিশেষজ্ঞের উপর নির্ভরশীল হতে না হয়।

৮.৩ নির্ধারিত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কোর্স, অন্যান্য দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম এবং সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা এবং সুশীল সমাজের মধ্যে বন সেক্টরের জ্ঞান বৃদ্ধি করা হবে।

৮.৪ জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বন সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ উন্নয়ন করা হবে।

৮.৫ বন বিষয়ে বন কর্মকর্তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরণ করা ছাড়াও বন কর্মকতা ও কর্মচারিদের জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে নিয়মিত বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।

৮.৬ বন বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ সুবিধাদির উন্নয়ন করা হবে। সেইসাথে যথাযথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্ত পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ এবং সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে।

৮.৭ বাংলাদেশ বন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় উদ্ভিদ সংগ্রহশালার গবেষণা বিজ্ঞানীদের জন্য দেশে-বিদেশে যথোচিত উচ্চ গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

৮.৮ বন বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যোগাযোগ এবং সমন্বয় করা হবে যাতে এ সকল প্রতিষ্ঠানের স্নাতক ডিগ্রীধারীদের মূল বন বিজ্ঞানের উপর পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকে। পাশাপাশি প্রশাসনিক এবং মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণের পর তাদের বন বিভাগে অধিষ্ঠিত করা যেতে পারে।

৯. জলবায়ু পরিবর্তন

৯.১ বন বাস্তুতন্ত্রের এবং নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তন স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করা হবে।

৯.২ সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ এলাকায় বন সৃজন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অরণ্য-বিনাশ (deforestation) সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করা হবে।

৯.৩ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা, ২০০৯ (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2009)-এর সংশ্লিষ্ট সকল সুপারিশসমূহ কার্যক্রমে এবং বাস্তবে প্রতিফলিত করা হবে।

৯.৪ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রশমন ও অভিযোজনের লক্ষ্যে কর্মসূচি এবং প্রকল্প প্রণয়ন করা হবে।

৯.৫ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয় একীভূত করে জলবায়ু স্থিতিস্থাপক এবং স্বল্প কার্বন নিঃসরণ উন্নয়নের নিমিত্ত কৌশল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে বন বিভাগের সক্ষমতা জোরদার করা হবে।

৯.৬ কার্বন মজুদের জন্য অধিকতর এলাকা বনায়নের মাধ্যমে বৃহৎ কার্বন আধার সৃষ্টি করা হবে।

৯.৭ জলবায়ু পরিবর্তন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রমের বদৌলতে সচেতনতা বৃদ্ধির কৌশল ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে ।

৯.৮ জলবায়ু পরিবর্তনসহ সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত বিষয় ও বনের উপর এর সম্ভাব্য প্রভাব বিষয়ে গবেষণার মাত্রা প্রতিষ্ঠা এবং জোরদার করা হবে।

৯.৯ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজনের লক্ষ্যে জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা হবে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ন করা হবে।

৯.১০ প্রযোজ্যক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার পরিহার করতে উৎসাহিত করার পাশাপাশি প্রণোদনা প্রদান করা হবে এবং বননির্ভর জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে।

৯.১১ বিভিন্ন বনায়ন কর্মসূচির জন্য কার্বন মজুদে অধিকতর কার্যক্ষম বৃক্ষের যথোপযুক্ত প্রজাতি নির্বাচনে গবেষণা করা হবে।

৯.১২ কার্বন মজুদে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির উচ্চ কার্যক্ষমতা বিবেচনায় উপকূলীয় এলাকায় এবং সমুদ্র তীর থেকে দূরবর্তী দ্বীপসমূহে বর্ধিত বনায়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হবে।

৯.১৩ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের প্রকোপ থেকে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘবের জন্য ঘন ম্যানগ্রোভ এবং অন্যান্য জলবায়ু স্থিতিস্থাপক প্রজাতির চারা দ্বারা একটি 'উপকূলীয় সবুজ বলয়' (coastal greenbelt) তৈরি করা হবে।

৯.১৪ জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক প্যারিস সম্মেলনে LULUCF-এর বিষয়ে জাতীয় অভিষ্ট প্রতিশ্রুতির আওতায় দেয়া অঙ্গীকার দেশের ভবিষ্যৎ বনায়ন কার্যক্রমে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

৯.১৫ পরিচ্ছন্ন উন্নয়ন পদ্ধতি (CDM) এবং REDD+ এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে বনের কার্বন মজুদ এবং সুবিধা বাড়ানো হবে ভবিষ্যৎ বন কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ।

৯.১৬ জলবায়ু অর্থায়ন পদ্ধতি (Climate Financing Mechanism) উদ্ভাবন করা হবে যা Reduced Emission from Deforestation and Degradation Plus (REDD+), বন-কার্বন অংশীদার সুযোগ (Forest-Carbon Partner Facility), সবুজ জলবায়ু তহবিল (Green Climate Fund)-এর ন্যায় নতুন ও উদীয়মান জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল (Climate Change Fund) এবং অন্যান্য প্রাপ্তব্য উৎস থেকে দেশকে উপকার গ্রহণে সহায়তা করবে; সেইসাথে Bangladesh Climate Change Resilient Fund, অন্যান্য সরকারি বরাদ্দ এবং অন্যান্য স্থানীয় উৎসের সহায়তায় স্থানীয় জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচি অর্থায়নের উদ্ভাবনী পন্থাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৯.১৭ REDD+ সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিঃসরণ হ্রাস মূল্যায়নের জন্য পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ও যাচাই (MRV) পদ্ধতি উন্নয়ন করা হবে।

৯.১৮ জলবায়ু স্থিতিস্থাপক সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের জন্য তহবিলের গঠনের উদ্দেশ্যে জাতীয় কার্বন বাণিজ্য কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং বাস্তুতান্ত্রিক সেবার মূল্য পরিশোধের প্রচলন করা হবে।

৯.১৯ বন বাস্তুতন্ত্রের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, বনজ সম্পদ ও বননির্ভর জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধান করে জ্ঞান বৃদ্ধি করা হবে।

১০. বন গবেষণা

১০.১ বাংলাদেশ বন গবেষণাগার বন সম্পর্কিত ফলিত গবেষণার জন্য মূল কর্তৃত্ব প্রদানসহ একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় পরিণত করা হবে।

১০.২ উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী নিয়োগ নিশ্চিত এবং উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য অধিকতর শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সহজতরকরণপূর্বক বন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাস, আধুনিকায়ন এবং যৌক্তিক করা হবে।

১০.৩ বন সেক্টরের চাহিদা অনুযায়ী বন গবেষণাগারে গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

১০.৪ বাংলাদেশ বন গবেষণার এবং জাতীয় উদ্ভিদ সংগ্রহশালার ভূমিকা এবং দায়িত্বের মধ্যে দ্বৈততা পরিহার নিশ্চিত করা হবে।

১০.৫ বাংলাদেশ বন গবেষণাগার এবং জাতীয় উদ্ভিদ সংগ্রহশালা বন বিভাগকে গবেষণালব্ধ ফলাফল ও কারিগরি তথ্য প্রদানপূর্বক বনজসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করবে।

১০.৬ চলমান এবং সঙ্কটপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা জোরদার করা হবে।

১০.৭ জাতীয় উদ্ভিদ সংগ্রহশালাকে শক্তিশালী এবং উদ্ভিদ শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত গবেষণাকে উৎসাহিত ও সহজতর করা হবে।

১০.৮ গবেষণা সম্পর্কিত কার্যক্রমে পর্যাপ্ত সম্পদ বণ্টন নিশ্চিত করা হবে।

১০.৯ বন গবেষণগার ও জাতীয় উদ্ভিদ সংগ্রহশালার সকল বন সম্পর্কিত ফলিত গবেষণা অগ্রগণ্য হবে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বন অনুষদসমূহে মৌলিক ও ফলিত উভয় প্রকার গবেষণা উৎসাহিত করা হবে।

১১. বন শিল্প

১১.১ বন শিল্পে বিনিয়োগকে উৎসাহিত এবং সহায়তা প্রদান করা হবে।

১১.২ আনাম কাঠের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করাসহ কাঠ প্রক্রিয়াজাত করাকে উৎসাহিত করা হবে।

১১.৩ আধুনিক ও দক্ষ কাঠ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি উৎসাহিত করে কাঠের অপচয় সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনা হবে।

১১.৪ কাঠের বিকল্প সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্প সংস্থাসমূহকে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির শিল্পযন্ত্রপাতি আমদানীর ক্ষেত্রে কর রেয়াতসহ প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

১১.৫ বন শিল্প সংস্থাসমূহকে নিজ নিজ বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিত করা হবে।

১১.৬ কাঠের উপর থেকে স্থানীয় চাহিদার চাপ নিরসনের নিমিত্তে কাঠ আমদানীকে সহায়তা প্রদান করা হবে।

১১.৭ কাঠ প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কিত গবেষণা উৎসাহিত করাসহ এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১১.৮ কাঠজাতশিল্প উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের নিমিত্ত বনশিল্প সম্প্রসারণের যথোপযুক্ত নীতিগত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিসহ বনশিল্প সেক্টরকে আধুনিকায়ন ও বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রম শক্তিশালী করা হবে।

১২. কাঠ বহির্ভূত বনজদ্রব্য (এন.টি.এফ.পি.)

১২.১ দেশের বনাঞ্চলের কাঠ বহির্ভূত বনজদ্রব্যের পরিমাণ ও অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

১২.২ বর্ধিত আয়ের সংস্থান করার লক্ষ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সরকারি বনাঞ্চলের কাঠ বহির্ভূত বনজদ্রব্য আহরণের সুযোগ সৃষ্টি করাসহ এ বিষয়ে তাদের দায়দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপণসহ ক্ষমতায়ন করা হবে।

১২.৩ সরকারি বনাঞ্চল এবং সরকারি বনাঞ্চল বহির্ভূত এলাকায় ভেষজ ও সুগন্ধী উদ্ভিদের ফলনকে উৎসাহিত করা হবে।

১২.৪ স্থানীয়ভাবে সর্বোচ্চ আয় অর্জনের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে নির্ধারিত কাঠ বহির্ভূত বনজ দ্রব্য টেকসইভাবে আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও অর্থনৈতিক বিপণন পদ্ধতিসমূহের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১২.৫ কাঠ বহির্ভূত বনজদ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন করার লক্ষ্যে কাঠ বহির্ভূত বনজদ্রব্যভিত্তিক কুটিরশিল্প স্থাপনে সহায়তা করা হবে।

১২.৬ কাঠ বহির্ভূত বনজদ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণে নতুন প্রযুক্তি, বিপণন সুবিধা ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে নাগরিক সমাজ ও বেসরকারি সংস্থার সম্পৃক্ততাকে উৎসাহিত করা হবে।

১২.৭ কাঠ বহির্ভূত বনজদ্রব্যের ব্যবস্থাপনা এবং বিপণন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিক ও প্রযুক্তি উদ্ভূত সহায়তা সম্বলিত একটি বাজার সম্প্রসারণ কাঠামো প্রণয়ন ও স্থাপন করা হবে।

১২.৮ কাঠ বহির্ভূত বনজদ্রব্যের আর্থ সামাজিক গুরুত্ব, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে।

১৩. বন প্রশাসন

১৩.১ বন বিভাগের উপর সরকারের বন বিষয়ক সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে।

১৩.২ উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণে বন বিভাগকে উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে এবং ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা উন্নয়ন [illegible] শিক্ষার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হবে।

১৩.৩ বন বিভাগকে অন্যান্য সিভিল সার্ভিস ক্যাডারের মতো একটি কারিগরি ও পেশাভিত্তিক ক্যাডার সার্ভিস (Professional Cadre Service) হিসেবে বিবেচনা করা হবে। ক্যাডার সার্ভিসে কর্মকর্তাদের সঙ্কটপূর্ণ স্বল্পতার প্রেক্ষিতে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণকাল সীমিত রাখার জন্যে আপাতত স্বল্প মেয়াদে কেবলমাত্র বন ও বন্যপ্রাণি বিষয়ে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের ক্যাডার সার্ভিসে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

১৩.৪ ফরেস্ট রেঞ্জারের জনবল নিয়োগ ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তন করা হবে।

১৩.৫ ক্যাডার বহির্ভূত সহকারি বন সংরক্ষক এবং কতিপয় মাঠকর্মী নিয়োগের ফলে সৃষ্ট প্রশাসনিক বৈসাদৃশ্য, [illegible] ও মামলা দ্রুত নিরসনের নিমিত্ত একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হবে যার সিদ্ধান্ত সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে।

১৩.৬ বন বিভাগ ও ... গবেষণাগারের সকল শূন্য পদসমূহ দশ (১০) বছর সময়ের মধ্যে পূরণের জন্য একটি ...ায়ক্রমিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করত তার ভিত্তিতে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে জনবল নিয়োগ করা হবে।

১৩.৭ বন বিভাগের ...দ্যমান প্রশাসনিক কাঠামো পর্যালোচনা করা হবে এবং অধিকতর কার্যকর প্রশাসনিক কা...মো সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ও কার্যভার বিশ্লেষণ করে দায়িত্ব অর্পণ করা হবে।

১৩.৮ বন্যপ্রাণী ব্যব...নার গুরুত্ব বিবেচনায় বন্যপ্রাণী এবং রক্ষিত এলাকা নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের কর্তৃত্ব প্রদান পূ...ক বন বিভাগের অধীনে একটি বন্যপ্রাণী উইং সৃষ্টি করা হবে।

১৩.৯ বন সম্প্রসা...বা জোরদার এবং সকলের কাছে কারিগরি পরামর্শ সহজলভ্য করার জন্য দেশের সকল ...জেলায় প্রয়োজনীয় জনবল ও সাজসরঞ্জামসহ ক্যাডার পদ সৃষ্টি করা হবে।

১৩.১০ প্রশিক্ষিত জ...ল ও উপযুক্ত সুবিধাদিসহ বন ব্যবস্থানা পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্য... এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি জোরদার করা হবে।

১৩.১১ মাঠ পর্যায়ে ...ক বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা প্রদান এবং বন বিভাগকে সহায়তা প্রদানের ... বাংলাদেশ বন গবেষণাগার ও বাংলাদেশ জাতীয় উদ্ভিদ সংগ্রহশালা কর্তৃক পরিচালিত ...ণা এবং অনুসন্ধান কার্যক্রমসমূহ সমন্বয় করার লক্ষ্যে বন বিভাগের আওতায় ... 'বনচাষ ইউনিট' (silviculture unit) এর সংস্থান করা হবে।

১৩.১২ তৃতীয় পক্ষ ... বন বিভাগের কার্যাবলি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে।

১৩.১৩ ন্যূনপক্ষে প্র... বছর অন্তর বন সংশ্লিষ্ট সকল বিধি-বিধান পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রয়োজন মোতাবেক ...গাদ করা হবে।

১৩.১৪ বন বিভাগে... ...শক্ষণ এবং কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির দক্ষতা উন্নয়ন করা করা হবে যাতে করে বন বিভাগ ত... ...লের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত অর্থবহ দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

১৩.১৫ বন বিভাগ, ...বেষণাগার এবং জাতীয় উদ্ভিদ সংগ্রহশালার পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা... অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে।

১৩.১৬ বনভূমি ও ...চিত্র্যের বিলুপ্তি প্রতিহত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে অর্থবহ সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহ...া হবে।

১৩.১৭ আইনগ্রাহ... ...ত্র, মানচিত্র, লেখ্যপ্রমাণ সংরক্ষণ এবং স্বত্ব মামলাসহ বন আইনের আওতা... ...া পরিচালনার দক্ষতা উন্নয়ন করা হবে।

১৩.১৮ পরিবার... ...স্থানে অনুপযোগী দুর্গম এবং বিচ্ছিন্ন বনাঞ্চলে কর্মরত বন কর্মীদের ঝুঁকি/দু...গ... ...া (Risk/Hardship Allownace) প্রদান নিশ্চিত করা হবে।

১৪. পরবর্তী করণী...

আশা করা যায়, স... এবং অনুমোদিত হওয়ার পর যথাশীঘ্র এ বননীতি বাস্তব পরিকল্পনায় এবং কর্মসূচিতে প্রতি... ...া। এ সকল কার্যক্রম, বননীতি ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের ভিত্তি হবে। নীতি ও অঙ্গীকার বাস্ত... ...ন্য বাস্তবায়ন পরিকল্পনা কার্যক্রম, পরিমাপযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা ও ফলাফল, অর্থের চাহিদা এ... কাঠামো চিহ্নিত করবে। বননীতির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনে, দেয় বননীতির বাস্তবায়... ...বধান এবং পরিমাপের জন্য সরকার একটি যথাযথ সত্তা (set up/enity) সৃষ্টি করবে।